বাংলাদেশে আরবী ভাষার বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা ও একটি প্রস্তাবনা

আ হ সা ন   মো হা ম্ম দ

আরবী পৃথিবীর অন্যতম আন্তর্জাতিক ভাষা। পৃথিবীর ২৩ দেশের জনগণ আরবী ভাষায় কথা বলে। কিন্তু বাংলাদেশে আরবী ভাষার প্রচলন আশাব্যাঞ্জক নয়। নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণে এদেশে আরবী ভাষার বিস্তার ঘটানো এখন অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশী প্রয়োজন।

১. বাংলাদেশের প্রায় চল্লিশ লক্ষ কর্মী বিদেশে কাজ করে দেশের জন্য বৈদেশিক মূদ্রা বয়ে আনছেন। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ অর্থ যে ভূমিকা রাখছে তা বৈদেশিক মূদ্রার অন্য প্রধান উৎস - গার্মেন্টস রফতানী খাত পারছে না। যেখানে তৈরী পোষাক রফতানী থেকে অর্জিত অর্থের শতকরা ৬০ ভাগ আবার বিদেশে চলে যায়, সেখানে জনশক্তি রফতানী থেকে আয়ের প্রায় পুরোটাই দেশে থেকে যায়। তাছাড়া গার্মেন্টস খাত থেকে আয়ের মাত্র ১০ শতাংশের মত যায় দেশের সাধারণ মানুষের হাতে, বাকীটা চলে যায় গুটিকয়েক শিল্পপতির পকেটে। অপরদিকে জনশক্তি রফতানীর মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে গিয়ে দেশের অর্থনীতির শিরায় শিরায় অর্থপ্রবাহ ঘটিয়ে চলেছে। বস্তুতঃ গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রায় যে উন্নতি ঘটেছে তার পিছনে জনশক্তি রফতানী থেকে অর্জিত অর্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের তিন-চতুরাংশ এসে থাকে মুসলিম দেশসমূহ থেকে, যাদের অধিকাংশের ভাষা আরবী। আরবী না জানার কারণে শ্রমিকেরা সে সকল দেশে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পায় না। আরবী জানা থাকলে একদিকে যেমন তারা আরও ভালো চাকুরী যোগাড় করে নিতে পারতো, তেমনি নিজেরাও ব্যবসা-বাণিজ্য চালু করতে পারতো। এ কারণে দেখা যায় যে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের যারা মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করেন তারা সমযোগ্যতার অন্যদের থেকে ভালো অবস্থানে থেকে থাকেন।

২. মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে আমাদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নের একটি প্রধান অন্তরায় হচ্ছে ভাষা। ব্যবসা-বাণিজ্য হয়ে থাকে জনগণ পর্যায়ে। দুটি জনগণের মধ্যে যোগসূত্রের প্রধান উপাদান সাংস্কৃতিক বিনিময় যেখানে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার পর্যায়ে যে যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে আমাদের সেটিও ভালোভাবে হচ্ছে না। অথচ, বন্ধুপ্রতিম আরব দেশগুলির নিকট থেকে আমরা এমন সহযোগিতা পেতে পারি যা পৃথিবীর অন্য কোন দেশ আমাদেরকে দিবে না। কয়েক মাস আগে বিশ্ববাজারে যখন জ্বালানী তেলের দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি পায় তখন বাংলাদেশ মহা সংকটের মধ্যে পড়ে যায়। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর মত ঋণদাতারা তেলের দাম অত্যাধিক বৃদ্ধির জন্য প্রবল চাপ দিতে থাকে। দেশের অর্থনীতির জন্য সেটি ছিল একটি ক্রান্তিকাল। তাদের পরামর্শে তেলের দাম বৃদ্ধি করলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য সাধারণ জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যেতো এবং দেশে একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির আশংকা ছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কয়েকটি আরব দেশ সফর করে তাদেরকে বাকীতে তেল দেয়ার আহবান জানালে তারা এগিয়ে আসে এবং সমূহ আর্থিক ও মানবিক সংকট থেকে সে যাত্রা বাংলাদেশ রক্ষা পায়। এরূপ

বিভিন্ন সংকটময় মুহূর্তে আরব বিশ্ব আমাদের পাশে এসে দাড়িয়েছে। তাছাড়া যেখানে পূর্ব-পশ্চিমের অনেক দেশ নানা ছল ছুতোয় আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাক গলিয়ে থাকে, সেখানে আরব বিশ্ব কখনোই তা করে না। অপরদিকে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি তাদের বিনিয়োগ পশ্চিমের দেশগুলো থেকে সরিয়ে আনছে। ইতোমধ্যে তার কিছু কিছু বাংলাদেশে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে আরবী ভাষার ব্যাপক বিস্তৃতি থাকলে মুসলিম বিশ্বের সাথে আমাদের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রভূত উন্নতি করা সম্ভব যা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

৩. ধর্মের অপব্যাখ্যার কারণে একদিকে যেমন ধর্মের নামে জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থার উদ্ভব ঘটছে অপরদিকে ধর্মের নামে কুসংস্কার ছড়িয়ে আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করা হচ্ছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, যেখানে ইসলাম এসেছে সকল কুসংস্কার দূর করার জন্য সেখানে ইসলামের নামে চলছে কুসংস্কারের বিস্তার। শুধু অশিক্ষিত নয় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি অংশ এখনও ভন্ডপীর ও কবর পূজা কেন্দ্রীক শোষণ ও প্রতারণার ফাঁদে পড়ছেন। এর পাশাপাশি রয়েছে ধর্মের সংকীর্ণ ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মীয় দল, সংগঠন ও মতের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জ্ঞান বিস্তারের পিছনে আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান গ্ররুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আরবী ভাষা সম্পর্কে ধারণা থাকলে আমরা কোরান-হাদীস থেকে সরাসরি ইসলামের নির্দেশনা সম্পর্কে জানতে পারতাম। ইসলাম নিয়ে দুরভিসন্ধিমূলক অপব্যাখ্যাকে সহজে ধরে ফেলতে পারতাম।

৪. বিজাতীয় সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির কারণে এদেশের জনগণের শতকরা প্রায় নব্বই শতাংশ মুসলিম এবং এদেশে ইসলামের পক্ষে শক্তিশালী জনমত থাকা সত্ত্বেও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময়েই ইসলামের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করি। আমাদের সমাজ থেকে ধীরে ধীরে ইসলামি নামগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। ভ্যালেন্টাইনস ডে'র মত মূল্যবোধ বিধ্বংসী আচার আমাদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ছে। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শাহ আবদুল হান্নান বলেছেন, 'সংস্কৃতি আইনের চেয়ে গভীর। আইনের মাধ্যমে মানুষের ভেতর সহজে প্রবেশ করা যায় না। কিন্তু সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষের ভেতর অনেক গভীর ভাবে প্রবেশ করা যায়। আইনকে সহজে পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু সংস্কৃতিকে সহজে পরিবর্তন করা যায় না। সংস্কৃতি আইনের চেয়ে শক্তিশালী। আমরা চাই ইসলামি মূল্যবোধ সংস্কৃতির অংশে পরিণত হবে। ইসলামের মূল্যবোধ এবং ধারণাকে আমাদের সংস্কৃতির অংশ করে রাখতে হবে।' (বিষয়চিন্তাঃ ২০০৪)। আরবী ভাষার ব্যাপক বিস্তার থাকলে আমাদের সংস্কৃতিকে ইসলামবিমুখ করার প্রচেষ্টা সফল হতো না। ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের মাধ্যমে দেশে ইসলামি মূল্যবোধের বিস্তার অনেক সহজে সম্ভব। ইসলামের প্রাথমিক যুগে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন কোরান শরীফের ভাষার শক্তি ও মাধূর্য্যে। মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে যুগ যুগ ধরে ইসলাম বিদ্বেষী একনায়কগণ রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও সে সকল দেশের জনগণকে ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুৎ করা যায় নি আরবী ভাষার কারণে। বাংলাদেশে ইসলামি মূল্যবোধের বিকাশ শুধু ধর্মীয় কারণেই নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণেও জরুরী। এখন সকলেই একবাক্যে বলছেন যে আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে দুর্নীতি। দুর্নীতি দূর করতে ধর্মীয় মূল্যবোধের চেয়ে কার্যকর আর কিছু হতে পারে না। আরবী ভাষার বিস্তার ইসলামি সংস্কৃতি ও তার মাধ্যমে ইসলামি মূল্যবোধ বিস্তারে সহায়তা করতে পারে।

আশার কথা হচ্ছে যে আমাদের জন্য আরবী শেখা যত সহজ অন্য কোন বিদেশী ভাষা শেখা ততো সহজ নয়। এর কারণে হচ্ছে, ভাষা শেখার যে প্রাকৃতিক ধাপগুলো রয়েছে আরবীর ক্ষেত্রে তার প্রথম কয়েকটি

ধাপ আমরা নিজের অজান্তেই অতিক্রম করে থাকি। মানুষকে ভাষা শেখানোর জন্য আল্লাহ একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে শিশুরা ভাষা শিখে থাকে। শিশুর ভাষা শেখার পদ্ধতিটি হচ্ছে সবথেকে সহজ পদ্ধতি। স্কুলে না গিয়ে ও বই-পত্র না পড়েই একটি শিশু তার মাতৃভাষা অন্ততঃ কাজ চালানোর মত শিখে ফেলে। সে প্রথমে বলতে শেখে। কোন কিছু না বুঝেই সে যা শোনে তা বলতে চেষ্টা করে। যখন একটি শিশু প্রথম কথা বলে তখন সে শব্দগুলোর অর্থ জানে না, জানে না শব্দ মিলিয়ে বাক্য গঠনের নিয়ম। শুনে শুনে সে পুরো বাক্যই বলে যায়। তারপর সে শব্দগুলোকে আলাদা আলাদা করে চিনতে শেখে এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি বুঝতে পারে। সে শব্দগুলোর একটির সাথে আরেকটিকে জোড়া দিয়ে মনের ভাব প্রকাশের নিয়ম গুলো শেখে। এ কারণে ভাষাবিদগণ বলেন যে সহজে ভাষা শেখার ধাপগুলো হচ্ছে - ক. উক্ত ভাষায় কথা বলা বা বাক্য উচ্চারণ করতে শেখা; খ. উচ্চারিত বাক্যগুলোর অর্থ জানা; গ. বাক্যের মধ্যকার শব্দগুলোর অর্থ জানা; এবং ঘ. শব্দগুলোকে পর পর বসিয়ে বাক্য গঠনের নিয়ম জানা।

এই হিসাবে অনারব মুসলমানেরা আরবী শেখার ক্ষেত্রে দুটি ধাপ নিজেদের অজান্তেই পার করে থাকে। আমরা প্রত্যেকে আল কোরান থেকে কম বেশী মুখস্থ করি এবং নামাজের সময়ে তা বলে থাকি। শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকেই এই সকল সুরা ও আয়াতের অর্থ জানেন। সুরা ফাতেহা জানে না এমন মুসলমান পাওয়া যাবে না এবং এর আয়াত বা বাক্যগুলোর অর্থ জানে না, এমন শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা খুব বেশী নয়। আরবী শেখার ব্যাপারে যাদের সামান্যতম আগ্রহ রয়েছে তাদের সকলেই সুরা ফাতেহা সহ অন্যান্য ছোট ছোট সুরার অর্থ জানেন। ফলে আরবী ভাষা শিখতে বসার আগেই আমরা নিজেদের অজান্তে এ ভাষাটি শিক্ষার দুটি ধাপ সম্পন্ন করে থাকি। এখন বাকি থাকে বাক্যের মধ্যকার শব্দের অর্থগুলো জানা এবং শব্দগুলোকে পর পর বসিয়ে বাক্য গঠনের নিয়মগুলো শেখা। বয়স্ক লোকের জন্যও বাক্য গঠনের নিয়মগুলো শেখা ও মনে রাখা কঠিন নয় কেননা বার বার নামাজ পড়ার সময় উক্ত সুরা বা আয়াত পড়তে গেলে নিয়মগুলো মনে পড়েবে। ফলে সেগুলো মনে রাখার জন্য আলাদা কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে না। বাংলা ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ রয়েছে যা আমাদের আবরী শেখার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি 'বিসমিল্লাহ' - এই শব্দ/বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে এর থেকেই আরবী ভাষার বাক্য গঠনের বেশ কয়েকটি নিয়ম জানা হয়ে যাবে। বিসমিল্লাহ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে তিনটি শব্দ বা শব্দাংশ নিয়ে তৈরী যথা, বি + ইসমি + আল্লাহ। বি শব্দাংশের অর্থ হচ্ছে সাথে, দিয়ে ইত্যাদি। ইসম অর্থ নাম। অর্থাৎ বিসমিল্লাহ শব্দটির অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নামে বা আল্লাহর নাম নিয়ে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে দুটি শব্দ পরপর বসিয়ে দিলেই তাদের মধ্যে সম্পর্ক বোঝানো যায়। সে জন্য অন্য কোন শব্দাংশের প্রয়োজন হয় না। একই ভাবে 'মালিকি ইয়াউমুদ্দীন' এসেছে মালিক + ইয়াউম (দিন) + দ্বীন (কেয়ামত) থেকে যার অর্থ কেয়ামত দিনের মালিক। এভাবে বহুল পঠিত সুরা ও আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করে আবরী ভাষার নিয়মগুলো শেখা যেতে পারে।

এ পদ্ধতিতে আরবী ভাষার জ্ঞান বিস্তারের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারেঃ

১. কোরান শরীফের বহুল পঠিত সুরাগুলোকে বিশ্লেষণ করে কিভাবে তার থেকে আরবী ভাষার উপর প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা যায় তার উপর বই লেখা। এ কাজে দেশের আলেম সমাজ এগিয়ে আসতে পারেন। এর উপর ভিডিও বা মাল্টিমিডিয়া সিডিও তৈরী করা যেতে পারে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রাইভেট

টিভি চ্যানেলকে ইসলামী জ্ঞান বিস্তারে প্রসংসনীয় উদ্যোগ নিতে দেখা যাচ্ছে। তারা উপরে উল্লিখিত পথে আরবী শেখানোর কাজে এগিয়ে আসতে পারেন।

২. আরবীকে ভাষা হিসাবে শেখার ব্যাপারে সমাজের একটি বড় অংশের তেমন আগ্রহ না থাকার পিছনে রয়েছে ভাষাটির সাথে প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক অর্জনকে সংযুক্ত করতে না পারা। এ কারণে দেখা যায় মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করে ফরাসী, জার্মান ইত্যাদির মত তুলনামূলক অপ্রচলিত (বাংলাদেশে) ভাষা শিখতে অনেকে আগ্রহী হলেও আরবী শেখার বিষয়ে কারোরই তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। তাই আরবী শেখার দিকে মেধাবী জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে মেধাবী কিশোর-কিশোরী ও তরুন-তরুণীদেরকে আকৃষ্ট করার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নিতে হবে। প্রতিষ্ঠানটির কাজ হবে ক. পুর্বে উল্লিখিত পন্থায় আরবী ভাষা শিক্ষার উপর বই ও সিডি ইত্যাদি প্রকাশ করা; খ. আরবী শেখানোর একটি সিলেবাস তৈরী করে মেধাবী কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদেরকে সে সিলেবাস অনুসারে বই পড়ানোর ব্যবস্থা করা; এ ক্ষেত্রে স্থানীয় মাদ্রাসার শিক্ষকগণের সহায়তা নেয়া যেতে পারে; গ. শিক্ষার্থীরা যেন আরবী শেখার ব্যাপারে আগ্রহী হয় সে জন্য সিলেবাসের বিভিন্ন ধাপ সম্পন্নকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

আজ শুধু ধর্মীয় কারণেই নয় বরং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণেও আরবী ভাষার গুরুত্ব আমাদের জন্য অপরিসীম। বর্তমান পরিস্থিতি অনুধাবন করে বিভিন্ন ধরণের কুপন্ডুকতা ও সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে এ ভাষা বিস্তারের জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।